নববর্ষের কবিতা

শামসুর রাহমানের
এই আলো রশ্মি

অবাক কাণ্ড ! বন্ধুর চিরচেনা বাড়িটি
খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এই তো
সেদিন এসে বিলক্ষণ আড্ডা দিয়ে, একটি
বই ধার নিয়ে গেলাম। হায়, স্মৃতি শক্তি কি
বেমালুম হারিয়ে ফেলেছি? নানা অলিতে,
গলিতে ঘুরেও কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছুতে
পারছিলাম না। ব্যর্থতায় ম্লান হয়ে নিজের
বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম দুশ্চিন্তা নিয়ে।

কিন্তু একি ! আমি যে নিজেরই ঘর-বাড়ির
ঠিকানা ভুলে গেছি। আমি সারা শহর
খুঁজেও কি পৌঁছতে পারবো নিজের আস্তানায়?
তা হ'লে কী করি? কী করি? কার কাছে গেলে পারবো
পেতে আমার ঠিকানা? কে আমাকে সঠিক
চিনে নেবে? চিনলেও তিনি জানবেন কি আমার
ঠিকানা। হঠাৎ একটি দোকানের সামনে
দাঁড়াতেই নিজের মুখ দেখে বড় বেশি চম্‌কে উঠি !

কে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে পান বিড়ির
দোকানের পাশে? এই মুখ বড় বেশি অচেনা
আমার। এ কি বাস্তব? নাকি আমাকে নিয়ে খেলছে
দুঃস্বপ্ন কোনও? পানের দোকান উড়ে যায় মেঘমালায়
এবং আমি ছুটছি এখন একটি হরিণের পিছনে,
যাকে ধরতে পারলে অভিশপ্ত আমি পাবো নিশ্চিত
মুক্তি এক উজ্জ্বল সুপ্রভাতে। এই আলোরশ্মি আমাকে
নিয়ে যাবে কি আখেরে কাঁটাবন থেকে অপরূপ বাগানে?
০৭.০৪.২০০৫

.....

শিহাব সরকার
মানুষ শুধু সভা করে

প্রেতের হল্লায় কবিতা মরে যায়
সাধু ও চলতি বাংলার লাশ কাঁধে মিছিল বেরিয়েছে
কালো ব্যাজ পরা, নতমুখ শোকাতুরেরা আছে
ভাষার দাহ হয়ে গেলে ছাই থেকে
ওড়ে গুপ্ত দীর্ঘশ্বাস, খিস্তি ও অভিমান

চোখের সামনে ভরদুপুরে নগর কোটালেরা
কবিকে প্রধান সড়কে অপমান করছে
কবি কারো সাতে নেই, পাঁচে নেই,
চেয়েছিলো নেমে যেতে নিজের পাতালে
মানুষ শুধু সভা করে, কবিকে একা হতে দেবে না

কবির কুঁড়েতে আগুন দাও, ওকে ভিটেছাড়া করো
শুদ্ধ বাক্য এলোমেলো করে দিয়ে
ছন্দের মাত্রা ভেঙে দাও পাশব উল্লাসে,
তারপর পত্রিকার লোক ডেকে বলো,
'দেখুন কবি কী নচ্ছার, একা একা শান্তি খোঁজে।'

একদিন কবিদের অশান্ত আত্মা কবিতা শোনাবে জানালায়।

.....

মুজিবুল হক কবীর
কবিতাসুন্দরী

পথ অবরোধ করে দাঁড়ায় একখণ্ড ভাসমান মেঘ
কোনো সিগন্যাল মানে না মেঘজলযান,
রাতে ঘরের ভেতরে চলে আসে সামান্য ফাঁকফোকর দিয়ে
পাহাড়ি টুকরো মেঘ।

শীত জেঁকে বসেছে,
বৃক্ষপত্রজলে পথে-বিপথে শীতবুড়ি ছড়িয়ে দিয়েছে তুষারকণা,
ঝর্নাজল ফ্রিজ হয়ে আধেক শূন্যে ঝুলে আছে
পাখি নেই, পাখির পালক পড়ে আছে পড়ন্ত মেঘের ভাঁজে।

পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো পথ বেয়ে ওঠে ধুয়োর কুণ্ডুলি,
সর্পিল পথ, পথের ওপারে হয়তো বসে আছে সন্ধ্যাযুবতী
পলকা অন্ধকার খচিত উত্তরীয় হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে।
রাতে মনে হয়, কোনো মানবী দাঁড়িয়ে আছে মশাল হাতে
গ্রিক দেবীর মতো পর্বতচূড়োয়,
নক্ষত্র-জ্বলা আকাশ ঝুঁকে আছে
হাত বাড়ালেই নীরব নক্ষত্রপুরী, বিস্ময়ে কাঁপে যেনো কল্পতরু
অচেনা শব্দের ছোঁয়া পেয়ে জেগে ওঠে কবিতাসুন্দরী।

.....

হাসান হাফিজ

পুণ্য পুঁজি কিছু নাই

সাধন ভজন ভবে সামান্যই করতে পেরেছি
এতে পার পাওয়া যাবে কিনা
দোটানা রয়েই গেল
শোধরানোর সময় ফুরিয়ে গেছে,
পুণ্য পুঁজি কিছু নাই
হয়ে আছি ভেতরে ভেতরে ফাঁপা দেউলিয়া
এই স্বল্প আয়ুষ্কালে সব শক্তি
ব্যয় করে ঋণী ও কাঙাল
মৃত্যুর প্রস্তুতি বলতে কিছু নেই
কেবলই আকাঙ্ক্ষা আছে
জীবনের ভূমি ও আকাশ
শুষ্ক দেনা বঞ্চনায় নীল
নিঃস্ব যে জীবন, তাকে নির্লজ্জ তৃষায়
বাঞ্ছা করে মানবেরা
ভুলে থাকে মৃত্যুর শমন
আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নবীজ
আকুলিবিকুলি কষ্ট বুকে আগলে জেগে থাকে
দূর নক্ষত্রের উষ্ণ সৌরীয় পিপাসা আর
দুর্গতি ও হিংসাবিষ পান করে করে...

.....

সৌভিক রেজা

কবিতা ঃ এক

চারদিকে তারস্বরে চিৎকার। কে কাকে যে ডাকে না-বুঝেই
জানালায় উঁকি...। কেউ নেই। রৌদ্র-দুপুর। এইসব নিদারুণ
দিন যেন আমাকেই লক্ষ্য করে এগিয়ে আসে। হায় জারুল-পাতা...
অবিশ্রান্ত ছায়ায় আমার স্বস্তি, নেই...চারদিকে শাস্তির দেওয়াল...
আমার দু'হাতে কোনো দাগ নেই...তবু আমি অপরাধী!

খুব বেশি জটিল...এর চেয়েও সরল হওয়া...সরল
মানে কী? সরলের কথা কেউ যখন বলে আমার তখন
গরলের কথা মনে আসে। এ-ও বুঝি গরল মানে বিষ-মধু নয় কোনোভাবেই...
তাহলে এসব অত্যাচার নির্বিচারে আমাকেই প্রয়োগ করা কেন...কেন
সরল আর জটিলতার কথা বলা!...সরলতার মানে কী...

ছায়াময় যে-কোনো অন্ধকারে যদি গন্তব্য হয় তবে সেই আমার যাওয়া....
.....

ই ম রু ল চৌ ধু রী

উৎসব থেকে দূরে

শহরে আতশবাজি উৎসবের অঢেল আয়োজন
পিতলের থালার মতো প্রতিদিন সূর্যের মুখ
লালা ঝরছে
অনিবার্য পিনপতন শব্দে ঘোর সন্ধ্যার তোড়জোড়
সময়ের সঙ্গে গিঁট বেঁধে এগুচ্ছি
শনির আখড়ায় কাঁচা-সড়কে ডেবে গেল গাড়ির চাকা
এক্সিলেটরে যে ক্ষমতার অশ্ব-শক্তি
কোমর তুলে উঠে দাঁড়াবার জো নেই

কাটা ঘুড়ির মতো গোত্তা খেয়ে হাইওয়েতে উড়ছে কবুতর
উৎসবের করতালি থেকে এইমাত্র ছাড় পাওয়া
খুঁজে বেড়াচ্ছে টঙ্গের ঠিকানা

আমার সামন দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বেগতিক গাড়িবহর
বাদ্যযন্ত্রে শিঙে ফুঁকছে নাদান ছেলে-ছোকরারা
উৎসব পাগল মিছিলকারী সকলের চোখ-মুখে
ক্ষয়িষ্ণু আতশবাজির নিবুনিবু ঝলকানি

উৎসবস্থল থেকে আমি বহুদূর একাকী বিষণ্ন
গণবিচ্ছিন্ন উপদ্রুত রাতে শহরে ফেরার উপায় নেই
গাড়িতে অবশিষ্ট রাত্রি যাপন অবশ্যম্ভাবী জেনে
উৎসবের শিহরন ভুলে যেতে বসেছি

আচানক ফকফকে সকাল ঠাহর করে উঠতে পারিনি
গাড়ির হুডে ডানা-ঝাপটা কবুতরগুলোর নখের আঁচড়
বাকুম বাকুম
.....

সা ই ফু ল বা রী
ঘাসে পা ছড়িয়ে বসলেই

ঘাসে পা ছড়িয়ে বসলেই
এক ধরনের টনটনে ব্যথা বুকের পাঁজর থেকে
পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে আসে; শক্তি
থাকে না দেহে, নিশ্বাস ক্ষীণ হয় ক্রমেই
ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে পরশবিহীন।
শত্রুর প্রতি উদাসীন আমি একটানা
আট ঘণ্টা ঘুমাইনি বহুদিন। স্বপ্নও
দেখিনি কোনো সূর্য-ওঠা সকালের;
হঠাৎ আমাকে নরম স্পর্শে তুমি জাগালে
অতি আগ্রহে, পেছনে বৈশাখি ঝড় খেলা
করছে অতিমাত্রায় তোমাকে সজীব রাখতে।
এ ক্ষণের পরও যদি ক্ষণ থাকে
এ জীবনের পরও যদি জীবন থাকে
ফসল ফলাব আবার অতি দ্রুত গতিতে,
পরবর্তী পৃথিবীতে খুব করে হাঁটব বৈশাখে
দীর্ঘকাল কথা হবে বসে হৃদয়ের কাছে।
.....

অ নী ক মা হ মু দ
বোশেখের বিরুদ্ধ বাতাসে

বোশেখের বিরুদ্ধ বাতাসে বারবার দাঁড়াই চন্দ্রিলা,
অর্বাচীন যুবকেরা গেরুয়া চাদর বিছিয়েছে পথে

ঈশানের বজ্রদাহে উত্তর-পশ্চিম নগ্নকোণে তোলপাড়
মাতাল শৈশব হানাবাড়ি পেরিয়ে যখন মেঠো পথে ওঠে
পুণ্যিপুকুরের ব্রতমাঠ ছেড়ে শিবগাজনের তেপান্তর পেরিয়ে যখন
কুমোরের সখের হাঁড়িটা থিকথিকে শ্রেয়সী স্বপ্নের ভোর হয়ে ভাসে
কে যেন নাড়ির মাঝে সহসা মোচড় দিয়ে বলে, এ টুকুই নববর্ষ।

মাঠে নেই নীলকণ্ঠ পাখি
আমানির হাঁড়ি নেই
পুণ্যাহর তাড়া তাও নেই,
কালবোশেখির ছায়া ধরে তেড়ে আসে করভার পেয়াদা শমন;
রক্তঝরে দিনরাত, সান্ত্রীর সামনে গডফাদারের ক্লেদ খেয়ে
বেড়ে ওঠা লোকগুলো কীভাবে বিনাশী শরে বিদ্ধ হয়!
জীবনের প্রহসনে বিব্রত বোধের নায়কেরা উটপাখি আজ,
চামড়াবাঁধাই বইগুলো ঝরায় শুকনো মুখে কাষ্ঠহাসি,
গোপাল ভাঁড়ের চেলা সেজে তবুও কবিতা লিখি বিমুখ চন্দ্রিলা!
হালখাতা বুকে ধরে নিরন্তর ভাবি
নতুন বছরে তুমি কতোটা বাড়িয়ে দেবে সেবাব্রতী হাত?
কতোটা তোমার চোখে ভাসবে শ্যামল সুখে শস্যশালী ভোর,
তিমির বিদারী চকিত দুপুর?
.....

সা লা ম স র কা র

বাংলার মাটি আমার মা

বাংলা মাটি আমার মা,
অনন্তকাল, মাকে ভালোবাসি!
ধুলা বালু কণা বৃষ্টি কাদা জল
রৌদ্র ছায়ায় দিনরাত মাখামাখি!
মায়া মমতা আদর সোহাগে
বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছে আমায়,
কিশোর কৈশোর পরিণত যৌবনে।

চারপাশে মাটি, মার কোল জুড়ে,
গাছ, পাতা, লতা, ফুল, পাখি!
থোকা থোকা জাম,
আম কাঁঠালের মিষ্টি ঘ্রাণ।

খোলা মাঠ তরতাজা হিমসিক্ত বাতাস,
শিশির ভেজা সবুজ দূর্বা ঘাস!
পাকা ধানের ক্ষেত, সরিষা ফুলের হাসি!
সবজি আনাজের বাগান, কচি কলাপাতা।

খড়ের ঘর রাখালের লাল গামছা!
বাঁশ বেতি-ছনের চৌয়ারী শীতল পাটি
ঝিলের জলে শাপলা, শালুক, কলমি, কচুরী
নদী নৌকা মাঝি রুপালি ইলিশ,
গ্রামের পর গ্রাম, কত হাট বাজার
অগণিত মানুষের মিলনমেলা!
আমার দেশ, আমার ভালোবাসা।

.....

মা রু ফ রা য় হা ন

চৈত্রের দুপুরে বৃষ্টি

রৌদ্রতপ্ত আদিগন্ত ক্যানভাসে অকস্মাৎ উড়ে আসে
কয়েকটি ডট, যেন উন্মাদ আগুনের ওপর তুষারকণা
আছড়ে পড়ে আত্মহত্যা করছে
উজাড় বৃক্ষের এই শহরের কতিপয় অর্জুন
নবীন চিত্রীর আঁকা ছবির মতো নিশ্চল
বনতরুদের মর্ম-বোঝা এক কবির নিঃশব্দ প্রস্থানে
কোথাও কি কোনো ক্রন্দন তীব্র হয়ে ওঠে?
কিবরিয়ার ছবিতে আসবে বলে আকাশে ভাসছে
কিছু জমাট ধূসরতা
চৈত্রের বৃষ্টির ফোঁটা উত্তাপ উস্কে দিলে
সেতারের ছেঁড়া তারে সৃষ্টির অস্থিরতা
কোমা কেটে যাচ্ছে গরিব গলির, প্রেমে নাকাল
মাকাল ফলটি হঠাৎ সপ্রতিভ

চৈত্রের বৃষ্টিতে গৃহে অন্তরীণ জীবন্মৃতদের, আর
দূর সমাধির ঘুম যেন ভেঙে যাচ্ছে ...

.....

আ বু ল হা স না ৎ মি ল্ট ন

বাদুড়

আমি তোমার হাহাকার ছুঁয়েছিলাম
তুমি ছুঁয়েছিলে আমার অন্তরাত্মায়
লুকোনো গভীর অনুতাপ
আমাদের যুগল স্পর্শ বন্ধক রাখা ছিল
অনন্তের কাছে।

আমরা আসলে কিছুই পারিনি ছুঁতে
কেবল মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা ছাড়া কিছুই আর
করার ছিল না আমাদের
চারিদিকে ঝরাপাতার সঙ্গীতে
আমরা সবাই ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিলাম।

আমাদের শরতগুলো বিবর্ণ হতে হতে
আমাদের বসন্তগুলো ধূসর হতে হতে
আমাদের নববর্ষগুলো ক্রমাগত গ্রেনেডের আঘাতে আঘাতে
ধ্বংসের শেষপ্রান্তে পৌঁছাতে পৌঁছাতে
আমরা কেঁপে উঠেছিলাম সঙ্গমের বিছানায়।

আমরা আমাদের অনাগত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে
আর নিশ্চুপ থাকতে পারিনি
বঙ্গোপসাগরের তীরে আমরা জেগে উঠলাম
আমাদের দেখাদেখি আরো মানুষেরা জড়ো হচ্ছে প্রতিদিন
আটলান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের তীর ঘেঁষে।

আমাদের সম্মিলিত জাগরণে অচিরেই
সিংহাসন থেকে দ্রুত উড়ে পালাবে অন্ধ বাদুড়।
.....
স র কা র মা সু দ
দেখা যাবে

না তেমন কোনো কারণ নেই
কিন্তু ভ্রমণপথের মাঝে ভ্রমণপথের প্রান্তে দাঁড়ানো সেই
কলাগাছ মনে পড়ে
সাথে ধু-ধু বালু, কয়েকটা ফাঁকা ফাঁকা

কলাগাছ;
শিশু মারার চরের জানালা দিয়ে দেখা যায়
আবছা নীল কুয়াশার বেষ্টনী
মানুষের ধূসর আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসার বাওয়া অনন্তপুর।

জানি অপমানিত মুহূর্তের কাব্যভাষা
লেখা যাবে না
শুধু বালুপথে বহুদূর হেঁটে যেতে যেতে দেখা যাবে
বাস্তবের কলাগাছ
পরাবাস্তবের শুকতারা, হাটের কাকলি।
.....
কা ম রু ল হা সা ন
সেতুর উপরে উঠে এসে

পাড়ের ওপাড়ে পড়ে থাকি
এ পাড়ে বা অন্য কোন পাড়ে
সেতুতে কি যোগবন্ধ আছে, কিসের বিরোধ?
জলের উপরে উঠে কেন চুম্বন করো?
সেতুর উপরে এসে কেন চুম্বন করো?
নিচে তার গোঙায় শিশুরা, জলের দর্পণ ভেঙে পড়ে
জল খুব কাঁদে, দু হাতে সে দূরে ঠেলে দেয়
দুই পাড়
ছুটে গিয়ে, সেতুর আড়ালে এসে কাঁদে।

আকাশের উপরে উঠে কেন কৌতুক করো?
সেতুর উপরে উঠে কেন চুমু খাও?
সেতু ও সেতুর ছল, নিম্নজল, জলের কল্লোল
একে একে খেও সবকিছু।
.....
স ন্তো ষ ঢা লী
ঝড় নয়

গাছটার চেয়ে ছায়াটাই যেন
প্রিয় হয়ে ওঠে কখনও কখনও;
যেমন তোমার হাসিটা তোমার চেয়ে,

চাঁদটার চেয়ে জ্যোৎস্না।

নদীটার কাছে গিয়ে বিস্ময় বালকের মতো ছুটে
চেয়ে থাকি, দেখি তার ছলাৎ ছলাৎ চলা
গণ্ডূষে পান করি কাকচক্ষু জল
জলটাই প্রিয় যেন নদীটার চেয়ে।

ঝড় ডাকি, আয় ঝড়; কালবৈশাখি
দোয়াত উলটে কালি ঢেলে আকাশ করে কালো
খলবলিয়ে বিদ্যুৎ হাসে
বাতাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওড়ে পাখি আর ঘুড়ি
মানুষের স্বপ্ন, ঘরবাড়ি;
তারপর স্তব্ধ সব, যেন ধ্যানমগ্ন যোগী
মনে হয়, ঝড় নয়; ঝড় শেষের শান্ত
স্তব্ধতাই ভালোবাসি।

.....

সা ই ফু জ্জা মা ন

বাঁশিওয়ালা ডাকে

বাঁশি করুণ বাজে স্মৃতি জাগানিয়া বাঁশির সুর
শহর দিয়ে যাওয়ার সময় এক বাঁশিওয়ালা উদাস ডাকে
ফিরে যাই দূর গ্রামে, মেলা থেকে আমরা ফিরে যাচ্ছি
পাতার বাঁশি, কিছু খেলনা, শুকনো মিষ্টি হাতে ধরা
আর দশটা পরিবারের ছেলেদের মতো ঘুরে বেড়ানো
কী যে আনন্দ, সমবয়সীদের উল্লাস, উদাস করা গান
জাদু দেখা, সার্কাস ঘিরে থাকে আমাদের কৌতূহল
সেই সময় পার করে এসেছি, এখন বন্দি শহরে
স্মৃতি নেই কেবলই দিন যাপন, কলম পেশা
দূর গ্রামে পড়ে আছে আমাদের বাহারী মেলা
দল বেঁধে আমরা যেতাম, এখন কোথাও যাই না!

চারুকলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁশি ডাকে
শিরিনের করুণ আর্তি, প্রেমপত্র হারিয়ে গেছে
এখন কেউ কিছু দেয় না, কেবলই হারাই
জমে থাকে মনস্তাপ, ফিরে যাব গ্রামে

এ প্রশ্ন করেছি, আমার ডালপালা বাড়ে
ডুকে পড়ি নিজের মধ্যে, শব্দের মধ্যে যাত্রা ও পতন
মাঝেমধ্যে অন্ধকার ঘিরে রাখে অস্তিত্বকে
গনগনে দুপুরকে মনে হয় দূরবর্তী স্মৃতির মতো
পাতা ঝরার শব্দ, মানুষের মৃত্যু বেদনার স্মৃতি
কেবলই তাড়িয়ে বেড়ায়, আমি চোখ বন্ধ করি
কারো মুখের দিকে তাকাই না, কেউ কী আমাকে দেখে?
.....
হু মা য়ূ ন রে জা
প্রেম পত্র ১

দীর্ঘ শব্দটির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম
উত্তর দাওনি
অর্থ করলে আমি কিন্তু বলতাম
তোমার নীরবতার সমান
ভালোবাসা নিয়ে আজকাল আমি আর মাথা ঘামাই না
মাথা ঘামানোর আরো কতো বিষয় চারপাশে
দেখা হয় না বলে যে ক্ষেদ
ক্ষেদের জন্ম কি খিদে থেকে!
আমি জানি মনপসন্দ প্রেমের কবিতার জন্য তোমার মন পোড়ে
লিখি না
লেখার জন্য আমার কিন্তু মন পোড়ে

আজকাল ডিকশনারির ওপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে
মৃত্যুর অর্থ নিয়ে যে উত্তর রেখেছে
ভাত শালিখের দেশে ভাত ছিটালে কাক আসে

দীর্ঘ শব্দটির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম
উত্তর দাওনি

এবার খরায় কতোজন অনাহারী
আসছে বন্যায় মৃতের সংখ্যা কতো
এদেশে শান্তি কতো কাল ধরে আসবে

দীর্ঘ শব্দটির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম

উত্তর দাওনি।

.....

শে লী না জ

সবুজ বালিকাগুলো

সবুজ বালিকাগুলো লেবুঘ্রাণে ভরা
পিপাসার জলঘাটে বাজায় অন্তরা
সবুজ বালিকাগুলো সাঁতার জানে না
আনাড়ি খেলায় নেমে নিয়ম মানে না

নিরামিষ ভোজে দেয় মিঠে কড়া স্বাদ
পুরুষের পাতা ফাঁদে দেয় খুলে চাঁদ
সবুজ বালিকাগুলো মনে মনে লাল
রেলিঙে ওড়না ওড়ে বাতাস দামাল

চোখের খিড়কি খুলে তাকায় যেদিকে
রঙের ফিনকি ছোটে কিছু তাও ফিকে
এক ঝাঁক শিশুতোষ কথার পসরা
সবুজ বালিকাগুলো দেয় তাতে ধরা

সবুজ বালিকাগুলো স্বপ্নে ভরা থাকে
লোলচর্ম পুরুষেরা নেয় ডেকে পাঁকে

.....

চ রু হ ক

কাল রাতে ছিল

কাল রাতে ছিল অস্থিরতার কারুকাজ
একে একে পুড়ে গেল জলের সোহাগ,
মাটি, ঘাসের পৃথিবী।
যেন পৃথিবীতে কোনো দাবানল
হাত পা ছুড়ছে, মুখ খিঁচোচ্ছে।

একটা মরুভূমি
একটা গভীর ক্ষত
একফোঁটা তৃষ্ণার জল

জলের ভেতর হৃৎপিণ্ডের লাশ।

.....

পী যূ ষ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

স্মৃতি

তুমি কি কাইয়ুম চৌধুরীর সবুজের সঙ্গে
তুলনা করে দেখাতে পারবে তোমার অবুঝ মন!

লালপাড় কলাপাতা শাড়ি কপালে উজ্জ্বল টিপ
নিকানো উঠান ঘরগেরস্থালি এবং ঘন বৃক্ষরাজির
পত্রাবলী দু'চারটে পাখির চঞ্চল ওড়াউড়ি
কবিতার মতো মেয়ে বর্ষার নতুন জলে কোথায় হারাও!
যে যায় সে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায়
এঁকেবেঁকে নদীর মতো যেতে যেতে
তবে কি তোমার ফেরার ইচ্ছা নাই আর!

মনে আছে ভালোবেসে কাছে এসেছিলে, স্মৃতি যদি
প্রতারক না হয় তবে তা হাজার বছর আগে,
তারপর ভালোবাসা দিতে দিতে একদিন দূরে চলে গেলে
আমাদের একমাত্র সন্তান তখন উদোম হামাগুড়ি দেয়।
দুটি মানব-মানবী একদা পাখির মতো নীড় বেঁধেছিল
সংসারের খুঁটিনাটি মনোমালিন্য তুচ্ছজ্ঞান করে
ড্রেসিং টেবিল, ডিনার সেট, সুদৃশ্য আরাম কেদারা
জলের পাত্র আর নকশীদার গেলাসে অমৃত গরল।

এখন চোখ দুটো বড় হু হু করে, গলা শুকায়
তেষ্টায় ফাটে করতল, বুকের হৃদয়ে তুমুল কাঁদন।
তুমি কি ভ্যানগগের ধূসর শষ্যক্ষেত দেখেছ কখনো
কিংবা মার্ক শাগাল, পিকাসোর গোয়ের্নিকা!
কৈশোরের ফাঁকা ফুটবল মাঠের অবারিত চৈতীঘাসে
আজ থেকে থেকে কেবলই বাউকুড়ানির ঘূর্ণি-ছোবল।

.....

খালেদা এদিব চৌধুরী

এইখানে আছি

মাধবী ঝাড়ের কাছে এসেই তোমাকে মনে পড়ল
নিমগ্ন সিঁড়িতে তুমি থমকে দাঁড়িয়ে আছ
যেন তুমি অন্য কেউ
অন্য কোনো পথ ধরে এলে
বলতে বড়ই ইচ্ছে হল অনেক দিন তো তোমাকে দেখি না,
এতদিন পরে মনে পড়ল কল্যাণ?
আমার চিঠিটা পেয়েছ তো!
উত্তর দাওনি কেন?
অনেক দিনের পরে তোমাকে এভাবে মনে পড়ল
অনেক দিনের পরে তোমার সুগন্ধি রুমালের
গন্ধ এসে নাকে লাগল

সত্যি কি মনে পড়ল এতদিন পরে?
ব্যথিত আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লে
আমার ঘুম এল না
হঠাৎ স্বপ্নের রাজা হয়ে গেলে তুমি
হাসতে হাসতে যেন বললে
'এইতো এখানে আছি, তোমার খুবই কাছাকাছি আছি।'
.....
সা ই ফু ল্লা হ মা হ মু দ দু লা ল
জ্বলে আনন্দ জলে বেদনা

আকাশে অমৃত আনন্দ, বাতাসে ব্যক্তিগত বেদনা
পা শেকড়। অন্ধকারে প্রোথিত
হাত বাড়াই ঊর্ধ্বে উত্তরে, দিগন্তে দখিনে।
আনন্দ আমার ভাই
বেদনা আমার বোন
ভাইবোন পাতার এপিঠ ওপিঠ গুণভাগ
ভাষাহীন ক্ষতচিহ্ন থেকে জ্বলে আনন্দ
জলে বেদনা
প্রোথিত পায়ে জড়িয়ে থাকে সাপের চিকন চুমু।
.....
অ রূ প তা লু ক দা র
আত্মসমর্পণের খসড়া

আজ কবিতার কাছেই আত্মসমর্পণ এই কবির। কারণ
কবিতা ছাড়া কিছুই নেই আর তেমন ভরসাস্থল। চারিদিকে
যত শব্দ, কলকোলাহল, পাখির এলোমেলো গান,
মানুষের চিৎকার, নদীর গভীর কলতান, অরণ্যের
মর্মরধ্বনি এই সবকিছুর সাথেই আমার যেন
চিরকালের সখ্য, নিবিড় বন্ধন আর জানাজানি।

সুনশান রাতের গভীরে আমি যখন আমাকেই
দেখতে থাকি, হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনি, ভেতরে বাহিরে
উন্মোচিত আমার নিমগ্নতা আমাকে কী অবাক
বিস্ময়ে ডেকে নিয়ে যায় কবে ফেলে আসা আমার
সেই শৈশবের বিমুগ্ধ প্রান্তরে, সে ছিল এক অন্য জীবন।

আমার জন্মলগ্ন থেকেই কেমন করে যেন আমার
জীবনের সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে মিশে আছে ভালোবাসা
অবিচ্ছেদ্য মাতৃভাষা বাংলা, আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা।

.....

শা হা না মা হ বু ব

রাত্রি

কী সুন্দর এই বৈশাখের রৌদ্রময় দিন
অজানা পাখিদের গানে মুখরিত
সূর্য ছড়িয়ে রেখেছে তার মুঠোভরা সোনা
গাছের মাথায় আর পাতায় পাতায়
হাওয়ায় ঝিলিমিলি ফুলের বন্যায় প্রজাপতি;

হয়তো একটু পরেই পাতা নুয়ে যাবে
পাণ্ডুর আলোয় দিনের ক্লান্তি নিয়ে
ফিরে যাবে পাখি
সন্ধানী বাঘিনীর মতো চকিতে অন্ধকার
থাবার আড়ালে ঢেকে নেবে সব;

রাত্রি কি হন্তারক তবে?
নাকি ঐশ্বর্যময় আলোর অধিক?
প্রার্থনার মতো শান্ত জ্যোতির্ময়!

তার ভেতরে আছে স্বপ্নের সুদূর মোহনা
আছে মুঠোভরা সূর্যের সোনা।
.....
সৈ য় দ আ ল ফা রু ক
পাখি আমার একলা পাখি

মেয়েটা ঃ ভালোবাসি বৃক্ষ-উদ্ভিদ
ছেলেটা ঃ ভালোবাসি পাখি
ঃ কোথায় পাখি ডাকে কোথায় যাওয়া যায়
ঃ জা-বি তে যাব, যাবি নাকি
মেয়েটা তক্ষুনি বলল ঃ ভেবে দেখি
দেখা যাক
যদিও মনে প্রাণে কখনও চায় না সে
ছেলেটা তাকে ছাড়া একা যাক

পরের শুক্রবার
দুজনে মিলিত হয়
জাহাঙ্গীর নগর
বিশ্ববিদ্যালয়
.....
রে জা উ দ্দি ন স্টা লি ন
অপূর্ণ অপেক্ষায় ছিলাম

আমি সারা জীবন অপূর্ণ অপেক্ষায় ছিলাম
প্রতীক্ষার পাথরে নুয়ে পড়া সময়ের পিঠ কখনো
কচ্ছপের মতো নড়ে উঠেছে আমার পায়ের নিচে
তবু আমি নখের সুচে মাটির সাথে সেলাই করেছি ধৈর্য
ভেবেছিলাম সূর্যোদয়ে না হোক সূর্যাস্তের আগে সে আসবে
অন্ধকারে না হোক জ্যোৎস্নায়

আমি সারা জীবন অপূর্ণ অপেক্ষায় ছিলাম
অনাকাঙ্ক্ষিত পদশব্দে বারবার ভরে উঠেছে আমার শ্রবণ
বধির হতে চেয়েছি শ্লাঘায়, মূক হতে চেয়েছি বেদনায়
আত্মহত্যা পাপ বলে থাকতে চেয়েছি জীবন্মৃত, ফিরতে চেয়েছি ভ্রূণে
ব্যর্থ-যন্ত্রণাবনত বারবার ভুল বিশ্বাসে তাকিয়ে থেকেছি উদরের দিকে

সূর্য জাগেনি
নক্ষত্র ফোটেনি
চাঁদ ওঠেনি
পাথরে পাথরে ঘসে আগুন জ্বলেনি
উনুনের উত্তাপে সেদ্ধ হয়নি মাংস
বাতাসের বন্যায় পাতার নৌকা ভাসেনি
এ যেন কোটি কোটি বছরের অভ্যস্ত পৃথিবীতে
আলো শব্দ আর গতির আশ্চর্য ব্যতিক্রম

আমি সারা জীবন অপূর্ণ স্বপ্নে যাপন করেছি রাত্রি
আর অপূর্ণ কর্মে দিবস।

প্রতিবাদ করেছি অপূর্ণ বাক্যে
কেউ তা বোঝেনি
তাকিয়েছি অপূর্ণ দৃষ্টিতে
কেউ প্রত্যক্ষ করেনি
আমি বিভাজিত অপূর্ণ জন্ম ও মৃত্যুতে
সত্তায় ও শোণিতে
চিৎকার ও নৈঃশব্দ্যে
আমার লোভ হিংসা আকাঙ্ক্ষা ও জিঘাংসা অপূর্ণ
আমি শত্রুকে সম্পূর্ণ হত্যা করতে পারিনি, হিংসায় হিংস্র হতে
যারা আমাকে জেনেছে, তাদের অবগতি অপূর্ণ
যারা আমাকে ভালোবেসেছে, তাদের নিবেদন অপূর্ণ
আর আমার রক্তরচিত পদ
আর যার অপেক্ষায় ছিলাম
তার প্রতিশ্রুতি
.....
মো হ ন রা য় হা ন
নিজস্ব চাষাবাদ

আবেগের এক ফোঁটা জল আর আমি ছড়াতে যাবো না কোনো
অনূর্বর বুকে,
অনন্ত চাষার মতো চষে যাবো এই বুক মাটি রক্ত মাংস হাড়।

কতোটুকু ভালোবাসা এই বুকের মাটিতে জন্ম দেবে নতুন পৃথিবী

দুখের দহনে পুড়ে আজ আমি সেটুকু জেনেছি।

অবহেলা বুকে নিয়ে দাঁড়াই শীতের কাছে
কুয়াশা-করুণ চোখ অপলক চেয়ে থাকি ওই
সূর্য-স্বপ্নে

আবেগের জলে ভেসে ভেসে সমুদ্রের কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছি
সমুদ্র আমাকে তুমি বিশালতা দাও, জলের গভীরতা দাও,
বুকের গভীরে দাও অগাধ জলের ধারা।
সিক্ত হতে চাই আমি আপন গহনে ডুবে যেতে চাই।

নিজের মাটিতে পড়ে আছে সোনা এতোদিন জানিনি।
শ্রমিক-শাবলে খুঁড়ে এই মাটি খনির গভীর তলে
আকর জড়ানো সোনাগুলো আজ তুলে নেবো দুই হাতে।

একাকী কৃষাণ আজ জমি চষি নিজ বুকখানি
মেধার লাঙলে চষি, ঢেলে দেই মথিত প্রণয়।
জন্ম দেই থোকা থোকা শুভ্র শিল্প-ফুল।

.....

রফিক আজাদের
বামনের দেশে

আমরা খুব ছোট হয়ে গেছি যেদিকে তাকাবে তুমি
দেখতে পাবে ক্ষুদ্রের বিস্তার! দুর্নিরীক্ষ মহীরুহ ঃ
গায়ক পাখিরা বসে, কখনো কি, আগাছার ঝাড়ে?
চতুর্দিকে বামন, বামন শুধু ওসারে-বহরে,
দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে, সবদিকে যে-কোনো বিচারে মেপে দ্যাখো
সব, সবকিছু ছোট হয়ে গেছে বস্তু বা মানব!
আগেকার মতো বড়-মাপের মানুষ পাওয়া ভার
চতুর্দিকে গিসগিস করে লোক, লোকের দঙ্গল!
সকলেই ন্যূব্জপীঠ কই সেই প্রকৃত পুরুষ?
ঢ্যাঁড়া পিটে-পিটে, কাগজেরা, যাদের করেছে বড়
ফাঁপিয়ে চুলের গুচ্ছ যারা আজ ঐ বাড়িয়েছে
সামান্য উচ্চতা মনোযোগ সহকারে তুমি যদি
মিটারে-লিটারে মাপো, মেপে দ্যাখো তরলে-নিরেটে

দেখবে তারা কতো ছোট তুচ্ছ, শুষ্ক তৃণেরও অধম!
তুমুল রোহিত নয় শফরীর মতো তড়পায়
গণ্ডূষ জলের মধ্যে এইসব ছোট-র দঙ্গল!
ডাঙার কথাই ধরো লক্ষণীয় বনভূমি কই?
 এই ক্ষুদ্র বামনের দেশে শাল ও সেগুন নেই
গজারিরও দারুণ অভাব! কী করে হবে তা বলো
তোমার দু'চোখ জুড়ে শুধু হাহাকারময় মাঠ
আগাছায়, তুচ্ছ তৃণে ভরে আছে জায় ও জঙ্গল!
রাস্তাঘাটে শেয়াল-কুকুর পরছে মনুষ্য সাজ,
মনুষ্যত্বহীন মানবমিছিল আছে; এই গৃহে
এই কালে মানবিক মঙ্গলের কথা বলতে পারা
মানুষ বিরল ঃ ছোট হয়ে গেছে সব! অতঃপর,
কোকিলের ছদ্মবেশে দাঁড়কাক বসেছে শাখায়!!
.....

রবিউল হুসাইনের
কেউ জেগে উঠছে না

আজ খুব ভোরে যখন মানুষের ঘুম ভাঙে
সেই সময় কেউ জেগে উঠল না
সবাই গভীর ঘুমে মগ্ন
কখন যে জেগে উঠবে
কেউ বলতে পারে না

সবাই বলতে শুরু করলো
হ্যাঁ এটা খুব ভালো লক্ষণ যে
মানুষেরা সবাই ঘুমিয়ে আছে
কেননা একমাত্র ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখা যায়
যেখানে আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখতে পারে না
সেই ক্ষেত্রে এই নিদ্রামগ্নতা
একটা বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে
সুন্দর সুন্দর সব স্বপ্ন দেখার

মানুষেরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুধু স্বপ্নই দেখছে
কেউ জেগে উঠছে না
.....

মাহবুব সাদিক
এসো হে বৈশাখ

কখনো বসন্ত থেকে মাকড়ের মতো ঝুল খেয়ে
সংক্রান্তির বুকে নামে ঘুরঘুট্টি কাল
তারপর ছেঁড়াফাটা ভুতুড়ে গলায়
সারা রাত গান গায়;
অন্যদিকে তার কাঁধ থেকে ঝুল-খাওয়া শতচ্ছিন্ন
পুরোনো বনাত ভেদ করে আসে
হাসিখুশি বৈশাখের প্রথম বাতাস,
তবে সে-ও মাতাল বুঝি-বা
নয়তো কেন এ শতাব্দীর তারুণ্যের শিবা
সোল্লাসে ডেকে ওঠে হোআ হোআ আহো!

বসন্তে-বৈশাখে ফোটা তরুণ পাতারা
ভীতমুখ সন্ত্রাসের বাতাসেই কাঁপে
এদিকে পণ্ডিতে মাপে সভ্যতার প্রবীণ বয়স।
.....
ফারুক মাহমুদ
অপাপের দায়

সম্ভব কি! ক্ষমা করো অপাপের অপরাধগুলো
খুব কি গর্হিত কাজ, যদি বলি (বলা হয়ে যায়) ঃ
তোমার চোখের নীলে আটকে গিয়েছে দেখ নিরলস আমার নয়ন
আকাশও আকাশ হল সকল সবুজ নিয়ে আজ তবে তরুঘন বন
সুনগ্ন চরণে যদি প্রীত সন্ততায়
ছড়াতে প্রতিজ্ঞ হই মুগ্ধতার করস্পর্শ ধুলো!

যখন ছিলে না তুমি দৃষ্টিপরতার কাছে, ব্যবধান ছিল না তেমন
কোথায় কণ্টকশোভা, কোথায় বা পাথরের স্তূপ
প্রখর মুহূর্তগুলো মূঢ় মৌন চুপ
উদাস হয়েছে তবু মনভাঙা মানুষের মন
প্রাপ্তির বদ্ধতা নয় পেতে চাই, দিতে চাই কিছু
দিনের পশ্চাতে দিন, রাত্রি চলে যায়
প্রাণের মুগ্ধতা যদি একাকার শৈলচূড়া-নিচু

দয়া করো, দয়া করো, আমাকেই বইতে দিও অপাপের দায়

.....

সরকার আমিন
ভাইস প্রেসিডেন্ট

পাপিদের কপালের বাম পাশে শুয়ে থাকে দুটি শিং
নাসিকা, জুলফি বা গুপ্তকেশ জুড়ে পাপের সমাচার
তবু বলা যায় একথা, হয়তো কিছুটা নিঃসংকোচে
পাপির ধর্ম সনাতন না সবচে নতুন।

ঈশ্বরের টুপি শোভা পায় পাপির মাথায়
স্বর্গের মুদিদোকান থেকে তারা বাকি খায়
কখনো ধার শোধ করে না

যে মহাজন পাপিদের ভাইস প্রেসিডেন্ট
তার দু পকেটে কোনো সেলাই থাকে না।

শরীর কাঁদছে

শরীর কাঁদছে। বিচ্ছিন্ন মস্তক হাতে
ছুটে যাচ্ছি দামেস্কের দিকে।

প্রতিদিনই শেভ করার মতো করে কাটছি মানুষ
সহজ সারল্যে ফ্লাশ করে দিচ্ছি ইতিহাস বা দুএকটা ভুগোল
মাঝে মাঝে মনে পড়ে ফোরাতের জলে ডুবে মরে আছি।

উৎসঃ ভোরের কাগজ